ছাত্রলীগ কর্মী রাসেল হত্যা

মামলার রায় ঘোষণা || ৩ জনের

যাব্বজীবন, ২ জন খালাস, ৭ জনের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদক: সিলেট মদন মোহন কলেজের শিক্ষার্থী ছাত্রলীগ কর্মী রাসেল আহমদ হত্যা মামলার রায় ঘোষনা করেছেন আদালত। গতকাল চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের বিচারক গোলাম রাব্বানী রাসেল হত্যা মামলায় ৩ জনের এক লক্ষ টাকা জরিমানা সহ সশ্রম যাব্বজীবন কারাদন্ড, ২ জনকে বেকসুর খালাস ও ৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিয়েছেন মহামান্য আদালত।

যাব্বজীবন সাজা প্রাপ্তরা হলেন সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার তিনচটি গ্রামের মৃত আলিম উদ্দিনের পুত্র আহমেদ নেওয়াজ কামরান, কানাইঘাট ব্রাক্ষণগ্রামের কবির উদ্দিন আহমদের পুত্র মো: তানিম আহমদ ও নগরীর আম্বরখানা খাসদবির এলাকার বাসিন্দা ফয়সল আহমদের পুত্র মাজহার আহমদ।

বেকসুর খালাস প্রাপ্তরা হলেন সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা ইউনিয়নের হাকীম রাব্বানীর পুত্র গোলাম রাব্বানী, কানাইঘাট উপজেলার ঝিংগাবাড়ী ইউনিয়ের সালিক আহমদের পুত্র মনছুর আহমদ ও সিলেট নগরীর লামাবাজার এলাকার বাসিন্দা হাজী শফিকুর রহমানের পুত্র সাইফুর রহমান।
এছাড়া ও নগরীর শিবগঞ্জ এর বাসিন্দা করিম উদ্দিনের পুত্র রহিম উদ্দিন, মিরাবাজারের বাসিন্দা আখলাক উদ্দিনের পুত্র শরিফ উদ্দিন, মিরাবাজারের বাসিন্দা আফতাব উদ্দিনের পুত্র মিজান উদ্দিন, সোবহানীঘাট এলাকার বাসিন্দা জুনেদ আহমদের পুত্র ইকবাল আহমদ-কে ৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ১০ (দশ হাজার) টাকা জরিমানা, পাটানটুলা এলাকার বাসিন্দা আকরাম উদ্দিনের পুত্র ইমরান উদ্দিন, শেখঘাট এলাকার বাসিন্দা মনফর আলী পুত্র লিয়াকত আলী ও হাওয়া পাড়ার বাসিন্দা হারুন রশিদের পুত্র মামুন রশিদ-কে ২ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ৫ (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা প্রদান করেন আদালত।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ২ জুলাই সিলেটের মদন মোহন কলেজে নবীন বরণ

অনুষ্ঠানে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে ছাত্রলীগ কর্মী নগরীর লামা বাজার এলাকার বাসিন্দা, মদন মোহন কলেজের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাসেল আহমদ খুন হন। রাসেল আহমদের পিতা আতাব উদ্দিন ৩ জুলাই ২০১২ ইং সিলেট কোতয়ালী থানায় ১২ জনের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ১০/১২। পুলিশ এ মামলায় ঐ দিনই সন্ধ্যায় ৮ জনকে গ্রেফতার করে। ১০ সেপ্টেম্বর ২০১২ ইং আদালত থেকে ৫০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জামিন মুচলেকা দিয়ে জামিন পান আসামীরা। এরপর থেকেই আসামীরা পলাতক ছিলেন। গতকাল এ চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার রায় ঘোষনা করেন আদালত।